[২০১৮] ১৪এস.সি.আর. ১০০৫

এসপি সিঙ্গলাকনস্ট্রাকশনসপ্রাইভেটলিমিটেড

বনাম

হিমাচল প্রদেশরাজ্যএবংঅন্য

(দেওয়ানীআপিলনং১১৪২৪-২৫অফ২০১৮)

০৪ ডিসেম্বর, ২০১৮

[আর. বানুমতিএবংইন্দিরাব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬:

ধারা ১১(৬), ২১ এবং ২৫(ক) – সালিশ নিয়োগ – আপিলকারী-ঠিকাদার এবং বিবাদী-রাজ্যের মধ্যে চুক্তি – পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ – ঠিকাদার সালিশ নিয়োগের অনুরোধ জানায় – রাজ্য "সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল"-কে সালিশি চুক্তির শর্তানুসারে (সাধারণ চুক্তির শর্তাবলীর ৬ষ্ঠ ধারা) সালিশ নিয়োগ করে – ঠিকাদার সালিশি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেনি – ধারা ২৫(ক) – সালিশ নিয়োগে অসন্তুষ্ট ঠিকাদার ধারা ১১(৬)-এর অধীনে স্বাধীন সালিশ নিয়োগের জন্য পিটিশন দাখিল করে – হাইকোর্ট এই পিটিশন খারিজ করে এই যুক্তিতে যে চুক্তির শর্তানুসারে সালিশ নিয়োগের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধারা ১৩-এর অধীনে আপিল এবং ধারা ৩৪-এর অধীনে চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে মোকাবিলা করা যেতে পারে এবং ধারা ১১(৬) প্রযোজ্য নয় – আপিলে, রায়: সরকারি চুক্তির সালিশি ধারা যেখানে বিভাগের কোনো কর্মীকে একমাত্র সালিশ নিয়োগের বিধান দেয় তা অকার্যকর বা প্রয়োগযোগ্য নয় – বর্তমান মামলায় সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিয়োগ চুক্তির সালিশি ধারার লঙ্ঘন নয় – সালিশ নিয়োগের যেকোনো বিরোধ প্রথমত সালিশ নিজেই উত্থাপন করতে পারত – বার ধারা ১২(৫) সালিশি ও মীমাংসা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ অনুযায়ী, পোস্টের মাধ্যমে সালিশ নিয়োগ বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য হবে না কারণ সালিশি প্রক্রিয়া সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার আগে শুরু হয়েছিল – যখন পক্ষগণ বিশেষভাবে একমাত্র সালিশ নিয়োগের বিষয়ে সম্মত হয়েছে, তখন ঠিকাদারের স্বাধীন সালিশ নিয়োগের জন্য হাইকোর্টে যাওয়া উচিত ছিল না – তবে, সালিশি প্রক্রিয়া সমাপ্তির

সালিশি ধারা অনুযায়ী সালিশ নিয়োগের পূর্বে ঠিকাদারকে কোনো নোটিশ না দেওয়ায় তা সঠিক ছিল না – রাজ্য সালিশি ধারার অধীনে সালিশ নিয়োগের নির্দেশ দেয় – আপিলকারীকে সালিশের নিকট তার দাবি দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয় – সালিশি ও মীমাংসা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ – ধারা ১২(৫) এবং ২৬।

আপিল খারিজ করে, আদালত

রায় ঘোষণা করে: ১. ৬ষ্ঠ ধারার (৬৫) পাঠে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয় যে পদাধিকারবলে কোনো ব্যক্তিকে সালিশ নিয়োগ করা সম্ভব এবং এটি স্পষ্ট হবে এই ধারার বাক্য থেকে যেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে "যাকে বিষয়টি মূলত উল্লেখ করা হয়েছে সেই সালিশ যদি তার পদ ত্যাগ করেন বা তার কার্যালয় ত্যাগ করেন বা অন্য কোনো কারণে কার্য সম্পাদনে অক্ষম হন তবে প্রধান প্রকৌশলী অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারবেন....."। যদি শুধুমাত্র পদাধিকারবলে নিয়োগ করা হত এবং নামের উল্লেখ না থাকত তবে সালিশের পদ শূন্য হলে আর কোনো নিয়োগের সুযোগ থাকত না। যখন পদাধিকারবলে কোনো সালিশ পদত্যাগ করেন তখনই প্রধান প্রকৌশলী অন্য কোনো ব্যক্তিকে সালিশ নিয়োগ করার প্রশ্ন উঠতে পারে। সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি, সালিশ হিসেবে নিয়োগ শুধুমাত্র চুক্তির ৬৫তম ধারা অনুযায়ী হয়েছে এবং আপিলকারীর উত্থাপিত আপত্তিতে কোনো সারবত্তা নেই। [অনুচ্ছেদ ১০] [১০১৩-জি-এইচ; ১০১৪-এ-সি]

২. এটা বলা সঠিক নয় যে নিযুক্ত সালিশ ১৯৯৬ সালের সালিশি ও মীমাংসা আইনের ১২(৫) ধারার (২০১৫ সালের ২৩.১০.২০১৫ তারিখ থেকে সংশোধিত) বিধান অনুযায়ী এইচপিপিডব্লিউডি-র কর্মচারী। সরকারি চুক্তির সালিশি ধারা যেখানে বিভাগের কোনো কর্মীকে একমাত্র সালিশ নিয়োগের বিধান দেয় তা অকার্যকর বা প্রয়োগযোগ্য নয়। শুধুমাত্র এই কারণে যে কোনো নামতি সালিশ কোনো এক পক্ষের কর্মচারী তা তার অংশে পক্ষপাতের বা নিরপেক্ষতার অভাবের অনুমান তৈরি করে না। সরকারি চুক্তির সালিশি চুক্তি যেখানে বিভাগের কোনো কর্মচারী বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত নন সালিশ হবেন তা অকার্যকর বা প্রয়োগযোগ্য নয়। [অনুচ্ছেদ ১১] [১০১৪-সি-এফ]

এস. পি. সিঙ্গলা কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম হিমাচাল প্রদেশ রাজ্য ১০০৭

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম রাজা ট্রান্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৯) ৮ এসসিসি ৫২০ : [২০০৯] ১৩ এসসিআর ৫১০; এস পাইপলাইন কনট্রাক্টরস (পি) লিমিটেড বনাম ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (২০০৭) ৫ এসসিসি ৩০৪ : [২০০৭] ৪ এসসিআর ৭৭৭ ; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যানাদার বনাম এম.পি. গুপ্তা (২০০৪) ১০ এসসিসি ৫০৪ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৩. সরকারি চুক্তিতে সালিশ নিয়োগের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সালিশ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে যাতে সালিশি প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয় এবং অন্য কোনো স্বার্থের সংঘাত না থাকে। বর্তমান মামলায়, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি-কে একমাত্র সালিশ নিয়োগ করা হয়েছিল, যিনি তার পদাধিকারবলে নিয়মিতভাবে সালিশি প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সালিশ নিয়োগের জন্য সময় দেন এবং সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিয়োগকে চুক্তির ৬৫ ধারার (৬৫) বিচ্যুতিরূপে গণ্য করা যায় না। [অনুচ্ছেদ ১২] [১০১৪-এফ-জি; ১০১৫-ডি-জি]

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম উত্তর প্রদেশ স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১৫) ২ এসসিসি ৫২ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৪. চুক্তির শর্তানুসারে সালিশ নিয়োগের যেকোনো বিরোধ চুক্তির প্রেক্ষাপটে পক্ষগণ কর্তৃক বিবেচিত হতে হবে। পক্ষগণ পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়েছে যে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র সালিশ হবেন এবং আপিলকারীর এমন কোনো নিয়োগে কোনো আপত্তি নেই যদি সেই সালিশ সরকারি কর্মচারী হন। যদি আপিলকারীর 'পোস্ট' কর্তৃক 'ব্যক্তি' নিয়োগের বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে, তবে আপিলকারীর উচিত ছিল প্রথমত সালিশের বিরুদ্ধে বিরোধ উত্থাপন করা। আপিলকারী কর্তৃক হাইকোর্টে ধারা ১১(৬) এর অধীনে দাখিল করা পিটিশনে, আপিলকারী শুধুমাত্র সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি-কে একমাত্র সালিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করার এবং পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সালিশ নিয়োগের প্রার্থনা করেছে। এটা সর্বজনবিদিত যে সালিশের বিরুদ্ধে যেকোনো বিরোধ প্রথমত সালিশ নিজেই উত্থাপন করতে পারত। [অনুচ্ছেদ ১৩] [১০১৫-এফ-এইচ; ১০১৬-এ-বি]

৫, সংশোধনী আইনের ২৬ ধারা অনুসারে, সংশোধনী আইন, ২০১৫-র বিধানগুলি সংশোধনী আইন শুরু হওয়ার আগে মূল আইনের ২১ ধারার বিধান অনুসারে শুরু হওয়া সালিসী কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যদি না পক্ষগুলি অন্যথায় সম্মত হয়। বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে, চুক্তির সাধারণ শর্তগুলির ধারা (৬৫)-এর বিধানটিকে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি হিসাবে নেওয়া যাবে না যাতে সংশোধিত আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে, সংশোধিত আইন কার্যকর হওয়ার অনেক আগে ২০১৩ সালে সালিশ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং তাই, সংশোধিত আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ১৫] [১০১৭-এ-ডি]

`ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বনাম কোচি ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৮) ৬ এস. সি. সি ২৮৭: [২০১৮] ২ এস. সি. আর ৮২৯-এর উপর নির্ভর করেছিল।

রত্না ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মেজা উর্জা নিগম প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৭) এস. সি. সি অনলাইন ডেল ৭৮০৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. বর্তমান ক্ষেত্রে, চুক্তির ধারা (৬৫) অনুযায়ী এবং আইনের বিধান অনুযায়ী সালিসকারী নিয়োগ করা হয়েছে। একবার সরকারের অনুরোধে সালিসকারী নিয়োগ করা হলে, দ্বিতীয়বারের জন্য সালিস চুক্তি আহ্বান করা যেত না। [অনুচ্ছেদ ১৯] [১০১৯-সি-ডি]

অ্যান্ট্রিক্স কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম দেভাস মাল্টিমিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৪) ১১ এস. সি. সি. ৫৬০: [২০১৩] ৬ এস. সি. আর. ৪৫৩-এর উপর নির্ভরশীল।

৭. আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ধারা ২৫-এ এমন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে পক্ষগুলি পর্যাপ্ত কারণ না দেখিয়ে এবং কার্যধারা সমাপ্তির ফলস্বরূপ ডিফল্ট করে। ধারা ২৫-এ তিনটি পরিস্থিতির ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে কোনও পক্ষের ডিফল্ট হওয়ার কারণে সালিসী ট্রাইব্যুনাল কার্যধারা বাতিল করবে। ধারা ২৫ (ক)-এ বলা হয়েছে যে সালিসী ট্রাইব্যুনাল হল সেই কার্যধারা বাতিল করে দেয় যেখানে দাবিদাররা আইনের ২৩ ধারার উপ-ধারা (১) অনুসারে তার দাবি জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনকারী তার দাবির বিবৃতি দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে; এবং কেবল সালিস স্থগিত করার জন্য সালিসকারীর কাছে যোগাযোগ পাঠিয়েছে

এই কারণে যে আবেদনকারী আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। যখন পক্ষগুলি এইচপিপিডব্লিউডি-র প্রধান প্রকৌশলী/প্রধান প্রকৌশলী দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তির একমাত্র সালিসকারী নিয়োগের জন্য বিশেষভাবে সম্মত হয়, তখন আবেদনকারী একজন স্বাধীন সালিসকারী নিয়োগের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া ঠিক ছিল না। [অনুচ্ছেদ ২১] [১০২০-এ-এফ]

৮. সময় বাড়ানো সত্ত্বেও, যেহেতু আবেদনকারী-ঠিকাদার দাবির বিবৃতি দাখিল করেননি, তাই সালিসকারী ১৯৯৬ সালের আইনের ২৫ (ক) ধারার অধীনে কার্যধারা বাতিল করে দেন। 'আপিলকারী শুনানির আগে সালিসকারীকে মুলতুবি চেয়ে চিঠি লিখছিলেন। তবে, চতুর্থবার, কার্যধারা কেবল বাতিল করা হয়েছিল কারণ আগের কোনও অনুষ্ঠানে কোনও শুনানি হয়নি, তিনি আশা করেছিলেন যে তাঁর অনুরোধ গৃহীত হতে পারে। সালিসকারী আবেদনকারীকে সতর্ক করে একটি নোটিশ জারি করতে পারতেন যে কোনও পরিস্থিতিতে কোনও মুলতুবি মঞ্জুর করা হবে না। যেহেতু, এই ধরনের কোনও সতর্কতা দেওয়া হয়নি, তাই সমাপ্তির আদেশ বাতিল করা উপযুক্ত হবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে, আপিলকারীকে বিভাগীয় সালিশকারীর সামনে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে (চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর প্রকরন (৬৫)-এ পক্ষগুলির সম্মতিতে। [অনুচ্ছেদ ২২] [১০২০-এফ-এইচ; ১০২১-এ-বি]

কেস ল রেফারেন্স

[২০১৩] ৬ এসসিআর ৪৫৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪
(২০১৭) এসসিসি অনলাইন ডেল ৭৮০৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[২০১৮] ২ এসসিআর ৮২৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০০৯] ১৩ এসসিআর ৫১০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০০৭] ৪ এসসিআর ৭৭৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০০৪) ১০ এসসিসি ৫০৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০১৫) ২ এসসিসি ৫২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের ১১৮২৪-১১৮২৫ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৩ সালের ৪০৪৯ নং সালিসি মামলায় শিমলায় হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের ১০.০৩.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশ এবং রিভিউ পিটিশন নং. আর পি এস টি/২০০৮৭/২০১৪-এ ০১.০৯.২০১৪ তারিখের আদেশ থেকে।

মানিন্দর সিং, প্রবীণ আইনজীবীগণ, অনিরুদ্ধ ওয়াধওয়া, অতুল শঙ্কর বিনোদ, প্রভাস বাজাজ, এমএস. কানিকা সরণ, ভার্গব টি., এম. পি. বিনোদ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

অভিনব মুকেরজী, মিসেস বিহু শর্মা, এমএস. পূর্ণিমা কৃষ্ণ, এমএস. প্রশ্তিতা ভিজ, বিবাদীদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন আর. বানুমতি, বিচারপতি।

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২. এই আপিলগুলি হিমাচল প্রদেশের হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১৩ সালের ১০.০৩.২০১৪ তারিখে সালিশি মামলা নং ৪০৪৯ অফ ২০১৩ এবং ০১.০৯.২০১৪ তারিখে পর্যালোচনা পিটিশন নং আরপিএসটি/২০০৮৭/২০১৪-এ প্রদত্ত রায়গুলির বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যে রায়ে হাইকোর্ট আপিলকারীর দায়ের করা সালিশি পিটিশন এবং পর্যালোচনা পিটিশন খারিজ করে এই মর্মে রায় দিয়েছে যে চুক্তির শর্তানুসারে ইতিমধ্যে সালিশ নিয়োগ করা হয়েছে।

৩. এই আপিলগুলি দায়ের করার কারণস্বরূপ সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি নিম্নরূপ:

আপিলকারীকে ১৯.১২.২০০৬ তারিখে বিয়াস নদীর উপর হারসিপাট্টান-মান্দি রেওয়ালসর চান্দেশ-রাখোটা মাসেরা সারকাঘাট তিহরা সান্ধোল আলাম্পুর জালামুখী রাস্তার উপর ২১৪.০০ মিটার দীর্ঘ স্প্যান সি/সি বেয়ারিং সহ অ্যাবুটমেন্ট ব্রিজের ভারসাম্যপূর্ণ কাজের জন্য ১৪,২৯,৮১,৫০০/- টাকার নির্মাণ কাজ চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। চুক্তি এবং সাধারণ চুক্তির শর্তাবলীর ৬ষ্ঠ ধারায় সালিশি ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজের সমাপ্তির জন্য অনুমোদিত সময়কাল ছিল ০১.০১.২০০৯ বা তার পূর্বে। তবে, আপিলকারীকে ৩০.০৬.২০১০ পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছিল। আপিলকারী কর্তৃক ০৪.০৬.২০১১ তারিখে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। আপিলকারী একটি বিরোধ উত্থাপন করে এবং ১৮.১০.২০১৩ তারিখে তার চিঠির মাধ্যমে সালিশ নিয়োগের অনুরোধ করে। আপিলকারীর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধান প্রকৌশলী, এইচপিপিডব্লিউডি "সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি, সোলান"-কে ৩০.১০.২০১৩ তারিখে সালিশ নিয়োগ করেন এবং চুক্তির ৬ষ্ঠ ধারার (৬৫) শর্তানুসারে উক্ত নিয়োগ করা হয়। আপিলকারী সালিশ নিয়োগের জন্য অনুরোধ করার পরেও কার্যধারায় অনুপস্থিত থাকেন বা স্থগিতাদেশ চেয়ে বলেন যে তিনি বিরোধ জানাতে ইচ্ছুক

প্রধান বিচারপতির নিকট সালিশ নিয়োগের জন্য আবেদন জানান সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর বিধান অনুযায়ী। এমনকি শুনানির পরেও আপিলকারী কোনো দাবির বিবৃতি দাখিল করেননি। ০৬.০৮.২০১৪ তারিখে, সালিশি প্রক্রিয়া সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ২৫(ক) ধারার অধীনে সমাপ্ত করা হয়।

৪. "সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, সোলান, এইচপিপিডব্লিউডি"-কে সালিশ নিয়োগের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়ে আপিলকারী হাইকোর্টে সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ১১(৬) ধারার অধীনে স্বাধীন সালিশ নিয়োগের জন্য পিটিশন দাখিল করে। হাইকোর্ট এই আদালতের **এন্ট্রিক্স করপরাসন লিমিটেড বনাম দেভাস মালটিমিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৪) ১১ এস সি সি ৫৬০** মামলার উপর নির্ভর করে যেখানে বলা হয়েছিল যে যদি কোনো পক্ষ চুক্তির শর্তানুসারে সালিশ নিয়োগে অসন্তুষ্ট হয়, তবে তার প্রতিকার হবে সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ১৩ ধারার অধীনে আপিল এবং ৩৪ ধারার অধীনে পুরস্কারকে চ্যালেঞ্জ করা। হাইকোর্ট রায় দেয় যে চুক্তির ৬৫ ধারার শর্তানুসারে "সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার"-কে সালিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ১১(৬) ধারা প্রয়োগ করা যাবে না। সালিশ নিয়োগ শুধুমাত্র ১১(৬) ধারার অধীনে আবেদনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সালিশি পিটিশন খারিজের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়ে আপিলকারী এখানে উপস্থিত হয়েছে।

৫. আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মানিন্দর সিং-এর যুক্তির ভিত্তিতে বলা হয় যে অফিস কর্তৃক সালিশ নিয়োগের পর আর কোনো অনুমতি ছিল না এবং সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ১১ ধারার অধীনে শুধুমাত্র আবেদন করা যেত। আরও বলা হয় যে যেহেতু অফিস কর্তৃক নিযুক্ত সালিশ ইতিমধ্যে প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, তাই আপিলকারী ২০১৩ সালের ৪০৪৯ নং সালিশি পিটিশন দাখিল করতে ভুল করেছিলেন এবং হাইকোর্ট ভুলভাবে নাম দ্বারা স্বাধীন সালিশ নিয়োগের জন্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে অফিস কর্তৃক নিযুক্ত সালিশ এইচপিপিডব্লিউডি-র একজন কর্মচারী এবং সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ১২(৫) ধারার বিধান প্রযোজ্য। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী নির্ভর করেন রত্ন ইনফ্রাসত্রাকচার প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মেজা উরজা নিগম প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৭) এস সি সি অনলাইন ডেল ৭৮০৮ মামলার উপর।

৬. বিবাদীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এই যুক্তির বিরোধিতা করে বলেন যে সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল-এর নিয়োগ চুক্তির ৬৫ ধারার শর্তানুসারে এবং আইন অনুযায়ী সঠিক। উত্তরে বলা হয় যে ধারা

সালিশি ও মীমাংসা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫-এর ১২(৫) ধারা পোস্টের মাধ্যমে সালিশ নিয়োগে বাধা দেয়, রাষ্ট্রের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী নির্ভর করেন **ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বনাম কোচি ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৮) ৬ এস সি সি ২৮৭** মামলার উপর এবং দাখিল করেন যে সংশোধনী আইন, ২০১৫-এর বিধানগুলি সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তার পরে শুরু হওয়া সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হবে এবং পক্ষগণ অন্যভাবে সম্মত না হলে সংশোধনী আইনের পূর্বে শুরু হওয়া সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হবে না। বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ৬৫ ধারায় থাকা বিধান পক্ষগণের চুক্তির শর্তাবলীকে ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের বিধানাবলী প্রয়োগ করার জন্য যথেষ্ট হবে না।

৭. আমরা পক্ষগণের বক্তব্য এবং আপিলকৃত রায় ও নথিপত্র মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করেছি। এই আপিলে বিবেচনার মূল বিষয় হল চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ৬৫ ধারায় পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী আপিলকারী/ঠিকাদার সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেলকে সালিশ নিয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারবে কিনা যাতে বিরোধের মীমাংসা করা যায়।

৮. এইচপিপিডব্লিউডি কর্তৃক ৩০.১০.২০১৩ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি, সোলানকে একমাত্র সালিশ নিয়োগ করা হয় আপিলকারী কর্তৃক উত্থাপিত দাবি/বিরোধের মীমাংসা করার জন্য এবং তাকে তার পুরস্কার প্রদান করার জন্য। একমাত্র সালিশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মূল ভিত্তি হল সালিশকে পদাধিকারবলে নিয়োগ করা হয়েছে, নাম দ্বারা নয়। এটা দাখিল করা হয়েছে যে অফিস কর্তৃক সালিশ নিয়োগ গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই বিষয়টি চুক্তির ৬৫ ধারার স্পষ্ট পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয়। এটা দাখিল করা হয়েছে যে ১৯৯৬ সালের সালিশি ও মীমাংসা আইনের ১১(১) ধারা অনুযায়ী "যেকোনো জাতীয়তার ব্যক্তি সালিশ হতে পারেন, যদি পক্ষগণ অন্যভাবে সম্মত না হন....."। এটা দাখিল করা হয়েছে যে অফিস কর্তৃক সালিশ নিয়োগ চুক্তির ৬৫ ধারার শর্তানুসারে নিয়োগ নয় এবং এই বিষয়টি হাইকোর্ট কর্তৃক সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি।

৯. বক্তব্যগুলির সঠিক মূল্যায়নের জন্য, আমরা সাধারণত চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ৬৫ ধারা উল্লেখ করব যা নিম্নরূপ:

এসপি সিঙ্গলা কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য
[আর. বানুমতি, বিচারপতি] ১০১৩

"**চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ৬৫ প্রকরণ** ...এই চুক্তিতে অন্য কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে, নকশার অর্থ, নির্দিষ্টকরণের নকশা, নির্দেশনা এবং পূর্বে উল্লেখিত উপকরণ অথবা কাজের গুণমান সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্ন, অধিকার বা অন্য যেকোনো বিষয় যা কাজের সময় বা কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বা কাজ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে উদ্‌ভূত হয়, তা হিমাচল প্রদেশ সরকারি পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ/চিফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশের কাছে পাঠানো হবে। এই নিয়োগে কোনো আপত্তি জানানো যাবে না যে সালিশ একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার সরকারি দায়িত্বের অংশ হিসেবে এই চুক্তির বিষয়গুলি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়, অথবা অন্য যেকোনো বিষয়ে যার উপর তার সরকারি ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি তার দায়িত্ব পালনকালে ভিন্ন বা বিরোধী মতামত প্রকাশ করেছেন, তা পরিচালনা করতে হবে। যে সালিশের কাছে বিষয়টি মূলত পাঠানো হয়েছে, যদি তিনি বদলি হন বা তার পদ ত্যাগ করেন বা অন্য কোনো কারণে (যেমন অসুস্থতা) কার্য সম্পাদনে অক্ষম হন, তবে হিমাচল প্রদেশ সরকারি পূর্ত বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার চুক্তির শর্তানুসারে অন্য কোনো ব্যক্তিকে সালিশ নিয়োগ করতে পারবেন। এমন ব্যক্তি সেই পর্যায় থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন যেখানে তার পূর্বসূরি রেখে গিয়েছিলেন। এছাড়াও চুক্তির একটি শর্ত হল যে চিফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে সালিশের জন্য কোনো দাবি পাঠানো যাবে না এবং যদি কোনো কারণে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) বা তার বেশি অর্থের কোনো দাবি বিরোধপূর্ণ হয়, তবে সালিশ সেই দাবির জন্য পুরস্কার প্রদান করতে পারবেন।

উপরোক্ত বিষয় অনুসারে, সালিশি আইন, ১৯৪০-এর বিধান বা অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এই ধারার অধীনে সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হবে।" [নিম্নরেখা যোগ করা হয়েছে]

১০. ৬৫ ধারার পাঠে আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয় যে পদাধিকারবলে কোনো ব্যক্তিকে সালিশ নিয়োগ করা সম্ভব এবং এটি স্পষ্ট হবে ৬৫ ধারার বাক্য থেকে যেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে "যাকে বিষয়টি মূলত উল্লেখ করা হয়েছে সেই সালিশ যদি বদলি হন বা তার পদ ত্যাগ করেন

পদত্যাগ করেন বা অন্য কোনো কারণে কার্য সম্পাদনে অক্ষম হন তবে প্রধান প্রকৌশলী অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারবেন....”। যদি শুধুমাত্র পদাধিকারবলে নিয়োগ করা হত এবং নামের উল্লেখ না থাকত তবে সালিশের পদ শূন্য হলে আর কোনো নিয়োগের সুযোগ থাকত না। যখন পদাধিকারবলে কোনো সালিশ পদত্যাগ করেন তখনই প্রধান প্রকৌশলী অন্য কোনো ব্যক্তিকে সালিশ নিয়োগ করার প্রশ্ন উঠতে পারে। সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি, সালিশ হিসেবে নিয়োগ শুধুমাত্র চুক্তির ৬৫তম ধারা অনুযায়ী হয়েছে এবং আপিলকারীর উত্থাপিত আপত্তিতে কোনো সারবত্তা নেই।

১১. একইভাবে, আপিলকারী-ঠিকাদারের এই যুক্তিতে কোনো সারবত্তা নেই যে নিযুক্ত সালিশ এইচপিপিডব্লিউডি-র কর্মচারী এবং ১৯৯৬ সালের সালিশি ও মীমাংসা আইনের ১২(৫) ধারার (২০১৫ সালের ২৩.১০.২০১৫ তারিখ থেকে সংশোধিত) বিধান প্রযোজ্য। একাধিক রায়ে, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সরকারি চুক্তির সালিশি ধারা যেখানে বিভাগের কোনো কর্মীকে একমাত্র সালিশ নিয়োগের বিধান দেয় তা অকার্যকর বা প্রয়োগযোগ্য নয়। [ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম রাজা ট্রান্সপোর্ট প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৯) ৮ এসসিসি ৫২০, এস পাইপলাইন কনট্রাক্টরস (পি) লিমিটেড বনাম ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (২০০৭) ৫ এসসিসি ৩০৪, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অ্যানাদার বনাম এম.পি. গুপ্তা (২০০৪) ১০ এসসিসি ৫০৪]। শুধুমাত্র এই কারণে যে কোনো সালিশ কোনো এক পক্ষের কর্মচারী তা তার অংশে পক্ষপাতের বা নিরপেক্ষতার অভাবের অনুমান তৈরি করে না। সরকারি চুক্তির সালিশি চুক্তি যেখানে বিভাগের কোনো কর্মচারী বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি কাজের সাথে সরাসরি যুক্ত নন সালিশ হবেন তা অকার্যকর বা প্রয়োগযোগ্য নয়।

১২. এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারি চুক্তিতে সালিশ নিয়োগের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সালিশ নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে হবে যাতে সালিশি প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয় এবং অন্য কোনো স্বার্থের সংঘাত না থাকে, যেমন ভারত ইউনিয়ন বনাম উত্তর প্রদেশ স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১৫) ২ এস সি সি ৫২ মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

> “১৭. সরকারি কর্পোরেশন/রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বেসরকারি পক্ষগণের মধ্যে চুক্তিতে, চুক্তির শর্তাবলী সাধারণত সরকারি কোম্পানি বা সরকারি খাতের উদ্যোগ কর্তৃক প্রণীত হয়। সরকারি চুক্তিতে সাধারণত দুই ধরনের সালিশি ধারা দেখা যায়, প্রথমত যেখানে কোনো নামনি কর্মকর্তাকে

একক সালিশ হিসাবে কাজ করেন; এবং দ্বিতীয়ত, যেখানে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে একক সালিশ হিসাবে কাজ করার জন্য মনোনীত করা হয়। এমন কোনো ধারা যা সরকারকে সালিশি ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী অবস্থানে রাখে, তা বৈধ হতে পারে না। একই সময়ে, এমন পরিস্থিতি তৈরি করা অন্যায় ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হবে যেখানে সরকার এমন ব্যক্তি/কর্মকর্তাদের সালিশ নিয়োগ করে যারা নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করতে সক্ষম নন, অথবা সালিশি কার্যক্রমে পর্যাপ্ত সময় দিতে সক্ষম নন। যদি সরকার কর্মকর্তাদের সালিশ নিয়োগ করে এবং সেই কর্মকর্তারা ঘন ঘন বদলি বা অন্য কোনো কারণে সালিশ হিসাবে কাজ করতে অক্ষম হন, তবে অন্তত সেই ক্ষেত্রে যেখানে সরকার সালিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে সালিশ প্রতিস্থাপনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেখানে "ডিফল্ট পদ্ধতি" নীতি প্রয়োগ করতে হবে এবং আদালত সালিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করবে। তবে, কোনো বিশেষ মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এমন পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কিনা। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে এক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা সীমিত নয়।"

পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান মামলায়, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি-কে তার পদাধিকারবলে একমাত্র সালিশ নিয়োগ করা হয়েছিল, যিনি নিয়মিতভাবে সালিশি কার্যক্রমে সময় দেন এবং সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের নিয়োগকে চুক্তির ৬৫ ধারার (৬৫) বিচ্যুতিরূপে গণ্য করা যায় না।

১৩. চুক্তির প্রেক্ষাপটে পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী সালিশ নিয়োগের যেকোনো চ্যালেঞ্জ পক্ষগণ কর্তৃক বিবেচিত হতে হবে। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পক্ষগণ পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়েছে যে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র সালিশ হবেন এবং আপিলকারীর এমন কোনো নিয়োগে কোনো আপত্তি নেই যদি সেই সালিশ সরকারি কর্মচারী হন। যদি আপিলকারীর 'পোস্ট' কর্তৃক 'ব্যক্তি' নিয়োগের বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে, তবে আপিলকারীর উচিত ছিল প্রথমত সালিশের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করা। এটা উল্লেখ করা উচিত যে, আপিলকারী হাইকোর্টে ২৮.১২.২০১৩ তারিখে সালিশি ও মীমাংসা আইন, ১৯৯৬-এর ১১(৬) ধারার অধীনে দাখিল করা পিটিশনে শুধুমাত্র

সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, সালিশি সার্কেল, এইচপিপিডব্লিউডি, সোলানকে একমাত্র সালিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করার এবং পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সালিশ নিয়োগের প্রার্থনা করেছে। এটা সর্বজনবিদিত যে সালিশের বিরুদ্ধে যেকোনো চ্যালেঞ্জ প্রথমত সালিশ নিজেই উত্থাপন করতে পারত।

১৪. ৬৫ ধারার শব্দবন্ধের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ("চুক্তিটি যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনস্থ হবে এবং সেই সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে যখন এই ধারার অধীনে সালিশি কার্যক্রম পরিচালিত হবে"), বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে এই শব্দগুলি ২০১৫ সালের ২৩.১০.২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর হওয়া আইনের ১২(৫) ধারাকে অবশ্যই আকর্ষণ করবে। এই বিষয়ে, বিজ্ঞ আইনজীবী **রত্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস প্রা. লিমিটেড বনাম মেজা উর্জা নিগম প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৭) এস সি সি অনলাইন ডেল ৭৮০৮** মামলার উপর নির্ভর করেন যেখানে অনুরূপ শব্দগুলির ব্যাখ্যায় দিল্লি হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে এই শব্দগুলি ২০১৬ সালের (সংশোধিত ২০১৫) আইনের ২৬ ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে যে পক্ষগণের মধ্যে এমন একটি চুক্তি থাকতে হবে যেখানে ২০১৫ সালের ২৩শে অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া আইন প্রযোজ্য হবে এবং তা নিম্নরূপ:

> "২২. ..... 'যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সেই সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে যখন এই ধারার অধীনে সালিশি কার্যক্রম পরিচালিত হবে...' এই শব্দগুলি ২০১৬ সালের (সংশোধিত ২০১৫) আইনের ২৬ ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে যে পক্ষগণের মধ্যে এমন একটি চুক্তি থাকতে হবে যেখানে ২০১৫ সালের ২৩শে অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া আইন প্রযোজ্য হবে। আদালত 'সম্মত' এবং 'সম্মত হয়েছিল' এই শব্দগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করতে প্রস্তুত নয়। সংশোধনী আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সমস্ত সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন এবং পুনঃপ্রণয়নগুলি সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে যখন সালিশি কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তাই ২০১৫ সালের ২৩শে অক্টোবরের পরে আর কোনো চুক্তির প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে বিবাদীর আবেদন খারিজ করা হলো।"

> ২৩. এর ফলাফল হলো, সংশোধিত ধারা ১২(৫) যা ২৩শে অক্টোবর ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। ধারা ১২(৫) স্পষ্টতই কোনও পক্ষের কর্মচারীকে একজন সালিশকারী হতে নিষেধ করে। এর ফলে মি. খের সরাসরি অযোগ্য ঘোষণা করা হবে, যিনি বিবাদীর একজন কর্মরত জিএম। অতএব, বিবাদী ২১শে আগস্ট ২০১৬ তারিখের চিঠির মাধ্যমে ২০১৩ সালের ১ নম্বর আরবিট্রেশন মামলা এবং ২০১৪ সালের ১ নম্বর আরবিট্রেশন মামলার বিচারের জন্য মি. খেরকে একজন আরবিট্রেটর হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, তার ম্যান্ডেট বাতিল করা হয়েছে।"

১৫. বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা আপিলকারীর এই যুক্তির গভীরে যেতে আগ্রহী নই অথবা দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক **রত্ন অবকাঠামো প্রকল্প** মামলায় গৃহীত উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঠিকতা পরীক্ষা করতেও আগ্রহী নই; এতটুকুই যথেষ্ট যে সালিশি ও মীমাংসা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫-এর ২৬ ধারা অনুসারে, সংশোধনী আইন, ২০১৫-এর বিধানগুলি প্রধান আইনের ২১ ধারার বিধান অনুসারে শুরু হওয়া সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হবে না, যদি না পক্ষগণ অন্যভাবে সম্মত হয়। বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ৬৫ ধারার শর্তাবলীকে পক্ষগণের মধ্যে এমন একটি চুক্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না যাতে সংশোধনী আইনের বিধানগুলি প্রযোজ্য হয়। সংশোধনী আইনের ২৬ ধারা অনুসারে, সংশোধনী আইন, ২০১৫-এর বিধানগুলি ২০১৫ সালের ২৩.১০.২০১৫ তারিখের পরে শুরু হওয়া সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হবে। বর্তমান মামলায়, সালিশি কার্যক্রম সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার অনেক আগে, ২০১৩ সালে শুরু হয়েছিল এবং তাই, সংশোধনী আইনের বিধানগুলি প্রয়োগ করা যাবে না।

১৬. ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বনাম কোচি ক্রিকেট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য, (২০১৮) ৬ এসসিসি ২৮৭ মামলায়, এই আদালত রায় দিয়েছে যে সংশোধনী আইন, ২০১৫-এর বিধানগুলি (২০১৫ সালের ২৩.১০.২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর) সালিশি কার্যক্রমে পূর্বাহ্নবর্তী প্রভাব ফেলবে না, যদি না পক্ষগণ অন্যভাবে সম্মত হয় এবং নিম্নরূপ রায় দেয়:-

> "৩৭. যা লক্ষ্য করা যাবে, প্রথম অংশের ক্ষেত্রে, রাজ্যগুলি—
>
> ২৬. বিচারাধীন সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য নয়।—এই আইনে অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই আইন প্রধান আইনের ২১ ধারার বিধান অনুসারে শুরু হওয়া সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হবে না, যদি না পক্ষগণ অন্যভাবে সম্মত হয়...."

এতে বলা হয়েছে: (১) "সালিশি কার্যক্রম" এবং তার সূচনা প্রধান আইনের ২১ ধারার প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে; (২) "সম্পর্কে" অভিব্যক্তিটি "এবং" বা "এর সাথে সম্পর্কিত নয়"; এবং (৩) পক্ষগণ সুস্পষ্টভাবে সম্মত হতে পারে। দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রে, যেখানে ধারাটি পড়ে, "...তবে এই আইন ২০১৫ সালের ২৩শে অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া সালিশি কার্যক্রমে প্রযোজ্য হবে" তা স্পষ্টভাবে বোঝায় যে

"সম্পর্কিত" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করা হয়; এবং "সালিসী কার্যধারা এবং" মূল আইনের ২১ ধারার বিধান অনুসারে "অভিব্যক্তিটি তার অনুপস্থিতিতে সুস্পষ্ট।

১৭. সালিসি সার্কেলের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে একমাত্র সালিসকারী (৩০.১০.২০১৩) হিসাবে নিয়োগের অব্যবহিত পরেই, আবেদনকারী সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ১১ (৬), ১৪ এবং ১৫ ধারার অধীনে হাইকোর্টের সামনে সালিসি পিটিশন নং ৪০৪৯/২০১৩ (২৮.১২.২০১৩)-কে স্বাধীন একমাত্র সালিসকারী নিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার দেন।

১৮, হাইকোর্ট অ্যান্ট্রিক্স কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম দেভাস মাল্টিমিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৪) ১১ এস. সি. সি. ৫৬০-র রায়ের উপর নির্ভর করে রায় দেয় যে, যখন সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, আরবিট্রেশন সার্কেলকে চুক্তির (বা সালিশ ধারা) পরিপ্রেক্ষিতে সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়, তখন ধারা ১১-এর উপ-ধারা (৬)-এর বিধানগুলি আবার আহ্বান করা যাবে না। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, যদি অন্য পক্ষ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সালিসকারী নিয়োগের দ্বারা অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হয়, তবে তার প্রতিকার হবে ধারা ১৩-এর অধীনে আবেদনের মাধ্যমে এবং তারপরে ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ৩৪-এর অধীনে রায়কে বিরোধ করার সময়।

১৯, উচ্চ আদালত বিতর্কিত রায়ে অ্যান্ট্রিক্স কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম দেভাস মাল্টিমিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৪) ১১ এস. সি. সি. ৫৬০ মামলার রায়ের উপর নির্ভর করে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৩১, বিষয়টি যতটা জটিল বলে মনে হয় ততটা জটিল নয় এবং আমাদের দৃষ্টিতে, একবার দেবস সালিশ চুক্তি আহ্বান করলে এবং একজন মনোনীত সালিসকারীও নিযুক্ত হলে, আবেদনকারী দ্বিতীয়বারের জন্য সালিশ চুক্তি আহ্বান করতে পারতেন না, যিনি উত্তরদাতার নিয়োগ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। এটি একটি অসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থার দিকে পরিচালিত করবে যদি একবার সালিসকারী নিয়োগ করা হলে, অন্য পক্ষ দ্বারাও সালিসকারী নিয়োগের জন্য শুরু করা পরবর্তী কার্যধারায় প্রশ্ন করা যেতে পারে। আমাদের দৃষ্টিতে, যদিও আবেদনকারী অবশ্যই দেবসের অনুরোধে সালিসকারীর নিয়োগকে বিরোধ করার অধিকারী ছিলেন, তবে এটি ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে একটি স্বাধীন কার্যধারার মাধ্যমে তা করতে পারেনি। যদিও ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে সালিসকারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তবে এই ধরনের নিয়োগকে তার ১৩ ধারার অধীনে প্রশ্ন করা যেতে পারে

এস. পি. সিঙ্গলা কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম হিমাচাল প্রদেশ রাজ্য [আর. ভানুমতী, বিচারপতি] ১০১৯

১৯৯৬ সালের আইন অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি সালিশ চুক্তির অনুশীলনে ইতিমধ্যে নিযুক্ত একজন সালিসকারীকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন না।

.....

৩৩, ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার উপ-ধারা (৬) বেশ স্পষ্টভাবে বিধান করে যে, পক্ষগুলি যদি তাদের দ্বারা সম্মত ১এ পদ্ধতির শর্তাবলীতে কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তবে উপ-ধারা (৬)-এর বিধানগুলি যে কোনও পক্ষ দ্বারা আহ্বান করা যেতে পারে। যেখানে চুক্তির শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, সালিশ ধারাটি ইতিমধ্যে 'আই. সি. সি বিধির অধীনে কোনও একটি পক্ষ দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে, উপ-ধারা (৬)-এর বিধানগুলি আবার আহ্বান করা যাবে না এবং যদি অন্য পক্ষ চুক্তির শর্তাবলীতে সালিসকারী নিয়োগের দ্বারা অসন্তুষ্ট বা ক্ষুব্ধ হয়, তবে তার প্রতিকার ১৩ ধারার অধীনে একটি পিটিশনের মাধ্যমে হবে এবং তারপরে, ১৯৯৬ সালের আইনের ৩৪ ধারার অধীনে।

বর্তমান ক্ষেত্রে, চুক্তির ধারা (৬৫) অনুযায়ী এবং আইনের বিধান অনুযায়ী সালিসকারী নিয়োগ করা হয়েছে। একবার সরকারের অনুরোধে সালিসকারী নিয়োগ করা হলে, দ্বিতীয়বারের জন্য সালিস চুক্তি আহ্বান করা যেত না।

২০. যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালিসকারী ইতিমধ্যে '১১.১১.২০১৩ "-এর উল্লেখ করেছেন। সালিসকারী' ০৭.১২.২০১৩"-এর প্রথম শুনানিতে আবেদনকারী-ঠিকাদার অনুপস্থিত ছিলেন। '১৩.০৩.২০১৪ "-এর পরবর্তী শুনানিতে সালিসকারী এই সিদ্ধান্তে নথিভুক্ত করেছেন যে, আপিলকারী-দাবিদার-ঠিকাদার' ট্রাইব্যুনাল"-কে কোনও অবহিত না করেই অনুপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে, আপিলকারীর শীর্ষস্থানীয় সিনিয়র কাউন্সিল, শ্রী মনিন্দর সিং, স্থগিতাদেশের অনুরোধ জানিয়ে আবেদনকারীর পাঠানো '১২.০৩.২০১৪ "-এর চিঠির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একইভাবে, সালিসকারীর সামনে পরবর্তী শুনানির তারিখে, অর্থাৎ' ০৩.০৪.২০১৪", '২৫.০৪.২০১৪ "এবং' ০৬.০৮.২০১৪"-এর আবেদনকারী-ঠিকাদার উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেবল স্থগিতাদেশের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়নি। ০৩.০৪.২০১৪-এ, বিষয়টি ২৫.০৪.২০১৪-এ স্থগিত করা হয় যাতে উভয় পক্ষকে ২৫.০৪.২০১৪-এ পরবর্তী শুনানির তারিখের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে হয়। একই আদেশ জারি করা হয়েছিল। ২৫.০৪.২০১৪ উভয় পক্ষকে ০৬.০৮.২০১৪-এ পরবর্তী শুনানির তারিখের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেহেতু আবেদনকারী-দাবিদার সালিসকারীর সামনে উপস্থিত হননি, তাই সালিসকারী ১৯৯৬ সালের আইনের ২৫ (ক) ধারার অধীনে ০৬.০৮.২০১৪-এ কার্যধারা শেষ করেন।

২১, আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ধারা ২৫-এ এমন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে পক্ষগুলি পর্যাপ্ত কারণ না দেখিয়ে এবং কার্যধারা সমাপ্তির ফলস্বরূপ ডিফল্ট করে। ধারা ২৫-এ তিনটি পরিস্থিতি প্রদান করা হয়েছে যেখানে কোনও পক্ষের ডিফল্ট হওয়ার কারণে, সালিসী ট্রাইব্যুনাল কার্যধারা সমাপ্ত করবে যা নিম্নরূপঃ –

(i) ধারা ২৫ (ক)-এর অধীনে যেখানে দাবিদার ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (১) অনুসারে তার দাবির বিবৃতি জানাতে ব্যর্থ হয়;

(ii) ২৫ (খ) ধারার অধীনে ২৩ ধারার উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রতিবাদী তার প্রতিরক্ষার দাবি জানাতে ব্যর্থ হলে কার্যধারা অব্যাহত রাখবে;

(ii) ধারা ২৫ (গ)-এর অধীনে কার্যধারা অব্যাহত রাখুন এবং কোনও পক্ষ মৌখিক শুনানিতে উপস্থিত হতে বা ডকুমেন্টারি প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে তার সামনে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে সালিশ রায় দিন।

ধারা ২৫(ক)-তে বলা হয়েছে যে সালিশি ট্রাইব্যুনাল সেই ক্ষেত্রে কার্যক্রম সমাপ্ত করবে যেখানে দাবিদার আইনের ২৩ ধারার উপ-ধারা (১) অনুসারে তার দাবি জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান মামলায়, আপিলকারী তার দাবির বিবৃতি দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে; এবং শুধুমাত্র সালিশের কাছে স্থগিতাদেশ চেয়ে একটি যোগাযোগ পাঠিয়েছে এই যুক্তিতে যে আপিলকারী আইনের ১১(৬) ধারার অধীনে পিটিশন দাখিল করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। যখন পক্ষগণ বিশেষভাবে এইচপিপিডব্লিউডি-র ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ/চিফ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে একমাত্র সালিশ নিয়োগের বিষয়ে সম্মত হয়েছে, তখন আপিলকারীর স্বাধীন সালিশ নিয়োগের জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া সঠিক ছিল না।

২২. সময়সীমা বাড়ানো সত্ত্বেও, যেহেতু আপিলকারী-ঠিকাদার দাবির বিবৃতি দাখিল করেনি, তাই সালিশ ০৬.০৮.২০১৪ তারিখের কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালের আইনের ২৫(ক) ধারার অধীনে কার্যক্রম সমাপ্ত করেন। আপিলকারী-ঠিকাদার সালিশের কাছে তার দাবির বিবৃতি দাখিল করেননি কারণ আপিলকারী সম্ভবত এই পরামর্শে ১৯৯৬ সালের আইনের ১১(৬) ধারার অধীনে পিটিশন দাখিল করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল যে আপিলকারী একজন স্বাধীন সালিশ নিয়োগ করতে পারবে। আপিলকারী শুনানির আগে সালিশের কাছে স্থগিতাদেশ চেয়ে চিঠি লিখেছিল। তবে, চতুর্থবার, কার্যক্রম সরাসরি সমাপ্ত করা হয়েছিল কারণ আগের কোনো তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি, তাই আপিলকারী আশা করেছিল যে তার অনুরোধ গৃহীত হতে পারে। সালিসকারী হতে পারতেন

আবেদনকারীকে সতর্ক করে একটি নোটিশ জারি করে যে কোনও পরিস্থিতিতে কোনও স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না। যেহেতু, এই ধরনের কোনও সতর্কতা দেওয়া হয়নি, তাই আমরা সমাপ্তির আদেশটি বাতিল করা উপযুক্ত বলে মনে করি। আবেদনকারী তার চিঠিতে উল্লিখিত বিলম্বের কারণে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে দাবি করেছিলেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে, আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিতে, আবেদনকারীকে বিভাগীয় সালিসকারীর সামনে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে (চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর (৬৫) ধারায় পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে) এবং কার্যধারা সমাপ্ত করার জন্য সালিসকারীর তারিখের কার্যধারা বাতিল করতে হবে। আমরা সচেতন যে ২০১৫ সালের সংশোধনী আইনের পরে কোনও বিভাগীয় সালিসকারী থাকতে পারে না। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি ১৯.১২.২০০৬ তারিখের এবং পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্কটি ১৯.১২.২০০৬ তারিখের চুক্তির সাধারণ শর্ত দ্বারা পরিচালিত হয়, সংশোধনী আইন, ২০১৫-এর বিধানগুলি আহ্বান করা যাবে না।

২৩, ফলস্বরূপ, আপিলগুলি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়ঃ –

(i) সালিস প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার জন্য সালিসকারীর তারিখ ০৬.০৮.২০১৪-এর কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে। চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ধারা (৬৫)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, হিমাচল প্রদেশ গণপূর্ত বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীকে চুক্তির ধারা (৬৫)-এর পরিপ্রেক্ষিতে একজন সালিসকারী নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ii) আপিলকারী এইভাবে মনোনীত সালিসকারীর কাছে তার দাবি দাখিল করবেন এবং সালিসকারী উভয় পক্ষকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেবেন এবং আইন অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, আমরা আপিলকারীর দাবির গুণাগুণ সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করিনি।

কল্পনা কে ত্রিপাঠি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar